যুগান্তর

তারিখ 22 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

তারেক শামসুর রেহমান

শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিতে পারি না

শিক্ষা

দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ২৬ আগস্ট। এই ফল ঘোষণায় অনেকেই খুশি হতে পারেন। কেননা দেশে মেধাবীদের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা। পাসের হার গত বছরের চেয়ে ২ ভাগ বেড়ে এবার দাঁড়িয়েছে ৬৫.৬০ ভাগ। আর জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বেড়েছে গত বছরের চেয়ে। এবার এ সংখ্যা ১১ হাজার ১৪০ জন। এ খবর নিঃসন্দেহে খুশির। কিন্তু দুঃখের খবরও আছে। প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষার্থী এবার বিশ্ববিদ্যালয়, তথা মেডিকেল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোন সুযোগ পাবে না। একটি পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। দেশে সরকারি পর্যায়ে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২টি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের আসন সংখ্যা রয়েছে ৭৬ হাজার ৯শ' আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ১৫ হাজার। এর মাঝে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের ডিগ্রি লেভেলে আসন রয়েছে ৮৭ হাজার ১শ' আর ৬১টি অনার্স কলেজের আসন সংখ্যা সাড়ে ৫৫ হাজার। মূলত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি থাকে বুয়েট, মেডিকেল ও ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে। অথচ ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার ৪শ', ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে ১৮শ', বুয়েটে রয়েছে ৮১০টি আসন। বিআইটিগুলো এখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এসব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা প্রায় ৩ হাজারের মতো। এসব পরিসংখ্যান বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বেনবেইজ থেকে পাওয়া। আগে বেশকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ছাত্রছাত্রীও ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু এবার সেখানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রয়েছে।

সামগ্রিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, তা হল— পাস করা বেশকিছু ছাত্রছাত্রী এবার কোথাও ভর্তি হতে পারবে না। ভর্তির জন্য রীতিমতো তাদের 'যুদ্ধ' করতে হবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সেই সঙ্গে মেডিকেল ও পাঁচটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও। তাতে করে ক'জনের ভাগ্য খুলবে! এরপরও কথা থেকে যায়। ভর্তি পরীক্ষায় একশ' ভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে যে কেলেংকারির খবর আমরা পত্রপত্রিকায় পড়লাম, তাতে করে আমাদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি এ ধরনের ভর্তি কেলেংকারি হয়, তাহলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কী হয়? আমরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর জানি না। অন্তত আমাদের সাংবাদিক ছাত্র-ভাইয়েরা আমাদের এই খবরটুকু দেয়নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি হয়। কিন্তু দেখার কেউ নেই। সেখানে বিভিন্ন কোটায় ভর্তির ব্যাপারে অনিয়ম হয়। ইউজিসি তদন্ত করুক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত করুক— অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

আমার সুস্পষ্ট অভিমত ভর্তি ফরমের টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হোক। আর ভর্তি পরীক্ষার জন্য দীর্ঘসময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। পরীক্ষা হবে বিভাগ ভিত্তিতে নয়, অনুষদ ভিত্তিতে এবং একদিনে এক একটি অনুষদের পরীক্ষা সম্পন্ন হবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লেগে যায়। তারপর আরও দুই মাস জুড়ে চলে খাতা দেখা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয় না। ক্লাস বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে ছাত্র অসন্তোষের কারণে অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। আরও দু'মাস ক্যাম্পাস বন্ধ থাকা ঠিক হবে না। এমসিকিউ ভিত্তিতে এবং কম্পিউটারে দ্রুত রেজাল্ট দেয়া সম্ভব। এই উদ্যোগটি সব বিশ্ববিদ্যালয় নেবে কি না জানি না, কিন্তু ইউজিসির এখানে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য ইউজিসির চেয়ারম্যানকে আহ্বান জানাই।

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আরও কিছু কথা বলার আছে। দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। গেলবার যত ছাত্র পাস করেছে, তারচেয়ে এবার পাস করেছে বেশি। আগামীতেও সংখ্যা বাড়বে। উচ্চ শিক্ষা এদের অধিকার। এই অধিকার

থেকে আমরা তরুণ প্রজন্মকে বঞ্চিত করতে পারি না। এ ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। প্রথমত, বরিশালের শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রংপুরের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ইতিমধ্যে একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিন সদস্যের একটি টিম সম্প্রতি কারমাইকেল কলেজটি পরিদর্শন করে। এ ধরনের সংবাদে আমি উৎসাহবোধ করছি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে শিক্ষা সচিবকে আমি এ জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। তিনি বিজ্ঞ মানুষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য যোগ্য ব্যক্তি। কারমাইকেল কলেজ সম্পর্কে আমার স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। এটি একটি বড় কলেজ। আর কাঠামোগত সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। প্রচুর জায়গা রয়েছে কলেজটিতে। সুতরাং কলেজটিকে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায়। এ জন্য যা দরকার, তা হচ্ছে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে অবিলম্বে উপাচার্যের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা। তবে মনে রাখতে হবে, একজন যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককেই এই দায়িত্ব দেয়া উচিত। নচেৎ 'কলেজ মানসিকতা' থেকে বের হয়ে আসা যাবে না। শিক্ষকদের যাদের পিএইচডি রয়েছে, তারা থেকে যেতে পারেন। নতুন তরুণ শিক্ষকদের দিয়ে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের পর্যায়ে উপনীত করা সম্ভব। একই কথা প্রযোজ্য বরিশাল শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। এখানে অতি দ্রুত একজন পিডি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এখানে একটা কথা বলা দরকার। অতীতে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের বিরোধিতার কারণে বরিশাল বিএম কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত নিয়েও সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে। পরবর্তীতে আলাদাভাবে শুধু শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি পাস হয়েছে। তখন কথা হয়েছিল, বিএম কলেজটিকে আলাদাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এখন অধ্যাদেশ জারি করে বিএম কলেজটিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে একীভূত করা সম্ভব, যদি না আইনগত কোন সমস্যা থাকে। এখানে প্রয়োজন একজন যোগ্য নেতৃত্বের, যার শিক্ষক তথা শিক্ষক প্রশাসন নিয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যিনি তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলবেন। এই কাজটি যত দ্রুত করা যায়, ততই মঙ্গল। একইভাবে উদ্যোগ নিতে হবে যশোরে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও। সেখানে একজন পিডি রয়েছেন, জমিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কাজের গতি শ্লথ। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে হবে, যাতে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে এখানে ছাত্র ভর্তি করানো যায় এবং পুরো উদ্যমে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে যায়। দক্ষিণ বাংলার একজন সন্তান হিসেবে আমি এ ব্যাপারে আইন উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং তাকে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাব। দ্বিতীয়ত, ঢাকায় অবস্থিত লেদার ও টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করা হোক। বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকে আমাদের একটি অবস্থান তৈরি হয়ে গেছে। বর্তমানে এ খাতে বার্ষিক রফতানির পরিমাণ ৯ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার যা আগামী ৩ বছরে ২০ মিলিয়নে উন্নীত করা সম্ভব। এজন্য দরকার টেক্সটাইল খাতে যোগ্য মানব সম্পদ তৈরি করা। আগামীতে আমাদের প্রচুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে ডিজাইনার দরকার হবে। এমনকি টেক্সটাইল কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য প্রশিক্ষকও দরকার, যা কিনা ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের সরবরাহ করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিজিএমইএ এগিয়ে আসবে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগটি নিতে পারে। লেদার বিশ্ববিদ্যালয়টি আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করা না গেলেও প্রস্তাবিত টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ হিসেবে এটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা যায়।

আমি এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তৃতীয়ত, জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কাঠামো ভেঙে ছয়টি বিভাগে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ৬১টি অনার্স কলেজ ও ১ হাজার ৬৯টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। এর মাঝে কিছু আছে বেসরকারি। এসব কলেজকে খুব সহজেই ছয়টি বিভাগের আওতায় ফেলে ওই বিভাগীয় শহরে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিকে কেন্দ্র করেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা সম্ভব। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে যে অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে, সেখানে খুব সহজেই ছাত্র ভর্তি করানো সম্ভব। নিদেনপক্ষে এখানে মাস্টার্স ও এমফিল কোর্স চালু করা যায়। কলেজগুলোতে অনার্স শেষ করে এখানে শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স শেষ করতে পারবেন। অথবা গাজীপুর ক্যাম্পাস পরিপূর্ণভাবেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। দুঃখ গোটা গাজীপুর ক্যাম্পাসে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও, তারা কোন ক্লাস নেন না, কোন গবেষণা করেন না। উপাচার্য মহোদয় এদের দিয়ে বিভিন্ন কলেজে ক্লাস নেয়ার উদ্যোগ নিলেও তা কার্যকর হয়নি শিক্ষকদের অসহযোগিতার কারণে। এ ব্যাপারে ইউজিসিরও কোন ভূমিকা নেই। ইউজিসির চেয়ারম্যান ব্যস্ত মানুষ। সম্ভবত বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করার সময় পেয়েছেন কম। যেখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের যদি আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে তা সত্যিই দুঃখজনক। চতুর্থত, আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সিফটসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতী। এ জন্য তাদের সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের অন্তর্গত কিছু বিভাগ খুলতে হবে। ইউজিসি জরুরিভিত্তিতে ওইসব বিভাগের অনুমোদন দেবে। একটি নতুন বিভাগের অনুমতি দিতে ইউজিসি দীর্ঘ সময় নেয়। এটি কাম্য নয়। এ ব্যাপারে নয়া চেয়ারম্যানকে উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভাগ চালু করে। এ জন্যই এদের আগ্রহ বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা ইলেকট্রনিক্সের দিকেই। সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে ওদের আগ্রহ কম। এদের উৎসাহিত করতে হবে। তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর চাপ কমে আসবে।

ইউজিসিতে আমরা ২০ বছর মেয়াদি একটি স্ট্র্যাটেজিক তৈরি করেছিলাম। এখন সময় এসেছে ওই প্রস্তাব বাস্তবায়নের ব্যাপারে একটি 'সেল' গঠন করার। যাদের কাজ হবে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই সেল সরাসরিভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হবে। তবে প্রয়োজনে ইউজিসির সঙ্গে এই 'সেল' অ্যাটাচ্ট থাকতে পারে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারটিকে আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে। হাজার হাজার তরুণ শিক্ষার্থীকে আমরা একটি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারি না। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এখনই।

তারেক শামসুর রেহমান : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়